JAN. 18 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ...

পরিসংখ্যান বিভাগ ও যমুনা সেতু বিভাগ বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত

দাতাদের চাপে সরকারি খরচ কমানোর পদক্ষেপ

এহসানুল হক : দাতাগোষ্ঠীর প্রচণ্ড চাপের মুখে অবশেষে জোট সরকার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের (পিএআরসি) সুপারিশ মোতাবেক যমুনা সেতু বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী মার্চ মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠেয় দাতাগোষ্ঠীর বৈঠককে সামনে রেখে তড়িঘড়ি করে বিভাগ দুটি বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো সরকারি প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে আনার লক্ষ্যে তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে সরকারের নীতিনির্ধারক সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রটি জানায়, বিভাগ দুটি বিলুপ্ত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ইতিমধ্যেই সকল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে এবং আগামী সপ্তাহে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। বিভাগ দুটি বিলুপ্ত হওয়ার পর যমুনা সেতু বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে যথাক্রমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে সংযুক্ত করা হবে।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকার আমলে গঠিত পিএআরসি প্রশাসন সংস্কারের জন্য পর্যায়ক্রমে ১৩৭টি সুপারিশ প্রণয়ন করেছিল। এর মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ৩০টি, স্বল্পমেয়াদি ৭০টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ৩৭টি সুপারিশ ছিল। দাতাগোষ্ঠী পিএআরসির সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিগত সরকারের ওপরও চাপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ভ্রমণ কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ সংক্রান্ত সেল স্থাপন— এ দুটি সুপারিশ ছাড়া পিএআরসির অন্য কোনো সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি।

বিগত সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ঠিক পূর্বে পিএআরসির বিলুপ্তি ঘটে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংস্কারের নামে নতুন করে কমিটি বা কমিশন গঠনের চিন্তাভাবনা করলে দাতাগোষ্ঠীর চাপের মুখে তা আলোর মুখ দেখতে পারেনি। বরং দাতাগোষ্ঠী বিগত সরকার আমলে প্রণীত পিএআরসি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য জোট সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জোট সরকার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লিখিত বিভাগ দুটি তড়িঘড়ি করে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা করেছে, যাতে আগামী ১৩ মার্চ থেকে প্যারিসে অনুষ্ঠেয় দাতাগোষ্ঠীর ৩ দিনব্যাপী বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করা যায়।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

পরিসংখ্যান বিভাগও

● প্রথম পাতার পর

সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রটি আরো জানায়, বর্তমান জোট সরকার দুটি নতুন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও বৃহৎ আকারে মন্ত্রিসভা গঠনের কারণে এমনিতেই দাতাগোষ্ঠী খুব একটা সন্তুষ্ট নয়। পাশাপাশি পিএআরসির সুপারিশগুলোও যদি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আসন্ন দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকে বাংলাদেশের সাহায্যপ্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়তে পারে— এমন আশঙ্কা থেকেই জরুরিভিত্তিতে সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরো জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে পিএআরসির সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দাতাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় দাতারা সরকারের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যে কারণে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও বিপুল অঙ্কের অর্থ ছাড় করেনি। ফলে গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য অবমুক্তির গতি শ্লথ হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ অর্থবছরে (২০০০-০১) বৈদেশিক সাহায্যের অবমুক্তি ১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, ঐ বছর (২০০০-০১) প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৩৬ কোটি ৮৮ লাখ ডলার। এর আগের অর্থবছর (১৯৯৯-২০০০) সাহায্য অবমুক্তির পরিমাণ ছিল ১৫৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার। পাশাপাশি বিগত কয়েক বছরে ৬০০ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি সাহায্য পাইপলাইনে রয়েছে।

সরকারের সূত্রটি জানায়, বর্তমান সরকার আসন্ন দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকে বড়ো অঙ্কের নতুন সাহায্যের প্রতিশ্রুত আদায়ের পাশাপাশি পাইপলাইনে অপেক্ষমাণ সাহায্যও ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করবে। আর পিএআরসির সুপারিশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিভাগ দুটি বিলুপ্তি ঘটানোর মাধ্যমে আসন্ন দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকে প্রত্যাশিত ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে সরকারি সূত্রটি আশাবাদ ব্যক্ত করে।

এদিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব আকবর আলী খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি লিখিত বিভাগ দুটি বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্তের কথা স্বীকার করে বলেন, পিএআরসির সুপারিশ মোতাবেক এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রক্রিয়াগত সকল কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিগগিরই এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। বিলুপ্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।